বার্ষিক প্রতিবেদন
(২০২২-২০২৩)

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

প্রকৌশলী মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক
অধ্যক্ষ
রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট,
রাজশাহী ।

বাণী

হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত শিক্ষা নগরী রাজশাহীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ।এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সুদক্ষ্য ও নৈতিক মুল্যবোধ সম্পন্ন দেশের ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের কর্ম উপযোগী মানব সম্পদ সৃষ্টি করে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে ।

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারিগরি শিক্ষা ছাড়া এই বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা অসম্ভব । বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান এবং বাস্তব সম্মত মাধ্যম হিসেবে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই । শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে । সে আলোকে প্রযুক্তি শিক্ষা ও সৃজনশীলতার চিরন্তন আবেদন সামনে রেখে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত করতে আমি সদা প্রস্তুত । এই প্রতিষ্ঠানের ৮টি টেকনোলজি হতে পাশকৃত শিক্ষার্থীরা বাস্তব সম্মত কর্মমূখী শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের "সোনার বাংলা " গড়ার প্রত্যয়ে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে প্রণীত "তথ্য অধিকার আইন-২০০৯" এর নির্দেশনা মোতাবেক স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩" প্রকাশিত হচ্ছে । এই প্রতিবেদন হতে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম থেকে ভবিষ্যত পরিকল্পনার রূপরেখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে ।

উক্ত প্রকাশনার সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

(প্রকৌশলী মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক)

(প্রকৌশলী মোঃ রশিদুল আমীন)
এপিএ টিম লিডার ও
একাডেমিক ইন-চার্জ (২য় শিফট)
রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট,
রাজশাহী ।

বাণী

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দেশের কারিগরি শিক্ষাঙ্গনে অন্যতম সেরা একটি প্রতিষ্ঠান। অত্র প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলতার সাথে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । এখানে শিক্ষার্থীদের যুগপোযোগী ও বাস্তবসম্মত ব্যবহারিক এবং হাতে-কলমে শিক্ষা দানের মাধ্যমে সুদক্ষ ডিপ্লোমা-ইঞ্জিনিয়ার তৈরীর পাশাপাশি আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা হয় ।

ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ হল আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া । আর এই প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়ন করবে কারিগরি জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই ।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি ও স্লোগান ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের স্মার্ট নাগরিক হবে আজকের অকুতোভয় তরুণ সমাজ ।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । সে লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে চলেছে । সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি , সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে ।জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), উদ্ভাবন (ইনোভেশন), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ও তথ্য অধিকার (আরটিআই) ফোকাল পয়েন্ট এপিএ-এর আওতায় অন্তর্ভুক্ত ।

এপিএ-এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য যে সমস্ত কর্মসম্পাদন সূচক নির্ধারণ করা হয় তা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সাজিয়ে নির্দেশিকা অনুসরণ করে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে আমাদের এপিএ টিম সদা সচেষ্ট থাকে । রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় “তথ্য অধিকার আইন-২০০৯” মোতাবেক “বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩” প্রকাশ করছে ।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলের সুন্দর কর্মময় জীবন ও উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করছি ।

(প্রকৌশলী মোঃ রশিদুল আমীন)

(এস.এম মনজুরুল ইসলাম)
একাডেমিক ইন-চার্জ (১ম শিফট)
রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট,
রাজশাহী ।

বাণী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নের "সোনার বাংলাদেশ " বিনির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ভিশন ২০২১, পরবর্তীতে ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ ঘোষণা করেছেন এবং প্রত্যেকটি ভিশন সফলভাবে বাস্তবায়নে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে চলেছে ।

দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ণ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) গঠন, জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা কাঠামো (NTVQF) প্রবর্তন, Recognition of Prior Learning (RPL) প্রবর্তনসহ ১২ টি ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (ISC) গঠন করা হয়েছে । এছাড়া Skills 21 প্রজেক্টের আওতায় জাতীয় ক্ষেত্রে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষামান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Bangladesh National Qualification Framework (BNQF) প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান । ভর্তি ক্ষেত্রে নারী কোটা ২০%-এ উন্নীতকরণসহ কারিগরি শিক্ষায় মোট এনরোলমেন্ট উল্ল্যেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪টি বিভাগীয় শহরে মহিলা পলিটেকনিক ও ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন, ৪২৯ টি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ এবং সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট নেই এমন ২৩ টি জেলায় পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন সহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে । চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কারিগরি শিক্ষা উল্ল্যেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে ।

বর্তমানে গ্রীন সিটি ও ক্লিন সিটি খ্যাত শিক্ষা নগরী রাজশাহীতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী একটি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। এখানে শিক্ষার্থীদের মান সম্মত কর্মমূখী শিক্ষা দানসহ গাইডেন্স ও কাউন্সেলিং, ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট,স্কিলস কম্পিটিশন এবং জব ফেয়ার আয়োজন করা হয়।শিক্ষক-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইন-হাউজ ট্রেনিং, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণ সহ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে । এ চুক্তির আওতায় রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩" প্রকাশ করতে যাচ্ছে ।

উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মঙ্গল কামনা করছি ।

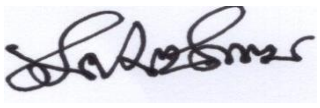

(এস.এম মনজুরুল ইসলাম)

সারসংক্ষেপ

বাঙালির স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে সামনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীত করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সরকারি কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উল্লিখিত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায়, রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট **'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'**-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যের স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশের অংশ হিসেবে **'বার্ষিক রিপোর্ট ২০২২-২৩'** প্রকাশ করেছে।

একটি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদনকে সুশাসনের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিবেদনে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম, ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, অনুমোদিত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও প্রযুক্তি ভিত্তিক আসন সংখ্যার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শাখাভিত্তিক দায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠানের কাজের বন্টন যেমন একাডেমিক শাখা (রেজিস্টার এবং উপবৃত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী), জেনারেল শাখা, হিসাব শাখা, লাইব্রেরি, জেনারেল স্টোর, নিরাপত্তা শাখা এবং বিবিধ বিষয় উল্লেখ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির বিগত পাঁচ বছরে অর্জন, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন গ্রাফ এবং চার্টের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বাজেট এবং বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়।

'রোভারিং করব, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ব' স্লোগান এবং স্কাউটিং-এর নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে রয়েছে রোভার স্কাউট কর্মসূচি। সেবার সুবিধার্থে রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কর্তৃক নাগরিক সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শোক দিবস, মহান বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা দিবসের মতো জাতীয় দিবসগুলি 2022-23 অর্থ বছরেও প্রতিষ্ঠানটিতে পালিত হয়েছে। রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহের অংশ হিসেবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ উদযাপন করে। কারিগরি শিক্ষা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য ও মননশীলতা বিকাশের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন করা হয়।

সব মিলিয়ে রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম, বাজেট, জনবল, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই প্রতিবেদনে। আমরা আশাবাদী যে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

(টিভিইটি) কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে বিপুল কর্মক্ষম জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে এবং একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে।

১. প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

কারিগরি শিক্ষার এক ঐতিহ্যবাহী পিঠস্থান রাজশাহী, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাজশাহীর অবদান অবিস্মরণীয়। আর এই শহরেই অবস্থিত রয়েছে কারিগরি শিক্ষার এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি আজ দেশের কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অবস্থান: রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়ক, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

ইতিহাসের সাক্ষী:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইতিহাস গৌরবময় ১৯৬৩ সালে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমে মাত্র কয়েকটি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, বর্তমানে ইনস্টিটিউটটিতে ৮টি বিভাগ চালু রয়েছে। প্রতি বছর এক হাজার তিরাশি জন শিক্ষার্থী এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

শিক্ষার মান উচ্চ:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষার মান অত্যন্ত উচ্চ। অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দানে সর্বদা সচেষ্ট। আধুনিক ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি ও কম্পিউটার সুবিধা রয়েছে। তাছাড়া, ইনস্টিটিউটের অভিজ্ঞ শিক্ষকরা নিয়মিতভাবে শিল্প-কারখানা পরিদর্শন ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা দান করে।

বহুমুখী শিক্ষা:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কেবল তাত্ত্বিক দেওয়া হয় না, বরং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নেতৃত্ব গুণ, যোগাযোগ দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং টিম ওয়ার্কের গুরুত্ব শেখানো হয়। এছাড়াও, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ক্লাব ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল মেধা বিকাশে সহায়তা করা হয়।

উজ্জ্বল ভবিষৎঃ

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাদের অবদান দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইনস্টিটিউটটি ভবিষ্যতে আরও আধুনিক হয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কাজে আর

ক্যাম্পাস:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাস প্রায় ১৪.৬৯৩৫ একর জমির উপর অবস্থিত। প্রশাসনিক ভবন, শ্রেণিকক্ষ, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ, মসজিদসহ বিভিন্ন ভবন রয়েছে এখানে। ক্যাম্পাসটি পরিচ্ছন্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মান উচ্চ।

প্রশাসনিক ভবনটি ক্যাম্পাসের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটি একটি আধুনিক ভবন, যেখানে রেজিস্ট্রার অফিস, অধ্যক্ষের কার্যালয়, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানের কার্যালয় এবং অন্যান্য প্রশাসনিক দফতর অবস্থিত।

শ্রেণিকক্ষগুলো আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে প্রজেক্টর, স্লাইড, ব্ল্যাকবোর্ড এবং অন্যান্য শিখন সরঞ্জাম রয়েছে।

গ্রন্থাগারটি ক্যাম্পাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিপুলসংখ্যক বই, জার্নাল এবং অন্যান্য পাঠ্য উপকরণ রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করতে এবং গবেষণা করতে পারে।

ছাত্রাবাসগুলো ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রতিটি ছাত্রাবাসে ছাত্র বা ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, পাঠাগার, খেলার মাঠ এবং অন্যান্য সুবিধা রয়েছে।

খেলার মাঠটি ক্যাম্পাসের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এখানে ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল এবং অন্যান্য খেলাধুলার মাঠ রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা খেলার মাঠে খেলাধুলা করে শরীরচর্চা করতে পারে।

মসজিদটি ক্যাম্পাসের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এটি একটি সুন্দর মসজিদ, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নামাজ আদায় করতে পারে।

প্রযুক্তি বিভাগসমূহ:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে মোট ৮টি প্রযুক্তি বিভাগ চালু রয়েছে। প্রতিটি বিভাগেই অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী এবং আধুনিক ল্যাবরেটরির সুবিধা রয়েছে।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দেশের শীর্ষস্থানীয় কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। এটি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আজ আমরা এখানের আটটি টেকনোলজি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবোঃ

১. সিভিল টেকনোলজিঃ

প্রকৌশলের একটি শাখা যা স্থাপত্য, অবকাঠামো এবং পরিবেশের নকশা, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত। সিভিল প্রকৌশলীরা রাস্তা, সেতু, ব্রিজ, ভবন, বাঁধ, বিমানবন্দর, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত প্রকল্পের পরিকল্পনা, নকশা এবং নির্মাণের জন্য দায়ী।

ডিপ্লোমা-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং হল একটি চার বছর মেয়াদী স্নাতক-পূর্ব কোর্স যা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মূল বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কোর্সে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করে:

- গণিত
- পদার্থবিদ্যা
- রসায়ন
- প্রযুক্তিগত অঙ্কন
- নির্মাণ প্রকৌশল
- উপকরণ বিজ্ঞান
- ভবন প্রকৌশল
- সেতু ও ব্রিজ প্রকৌশল
- সড়ক ও জনপথ প্রকৌশল
- পাইপিং ও ড্রেনেজ প্রকৌশল
- পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকৌশল
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সংরক্ষণ প্রকৌশল
- ভূমিকম্প প্রকৌশল
- পরিবেশ প্রকৌশল

❖ সিভিল টেকনোলজির কর্মক্ষেত্রঃ

সিভিল প্রকৌশলীরা সরকারী ও বেসরকারি উভয় খাতে চাকরি করতে পারে। তারা সাধারণত নির্মাণ সংস্থা, প্রকৌশল সংস্থা, বিদ্যুৎ সংস্থা, জল সরবরাহ সংস্থা, পরিবেশ সংস্থা এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলিতে কাজ করে।

সিভিল প্রকৌশলীরা চাকরির বিভিন্ন সুযোগ পায়। তারা প্রকৌশলী, নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, গবেষক এবং শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে পারে।

❖ সিভিল টেকনোলজির ভবিষ্যতঃ

সিভিল প্রকৌশলীদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে, অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আরও সিভিল প্রকৌশলীর প্রয়োজন হবে।

সিভিল টেকনোলজি একটি চ্যালেঞ্জিং এবং ফলপ্রসূ পেশা। যদি আপনি নির্মাণ, অবকাঠামো এবং পরিবেশের নকশা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে আগ্রহী হন তবে সিভিল টেকনোলজি আপনার জন্য একটি ভাল বিকল্প হতে পারে।

২. কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি:

কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি বিস্তারিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (৪ বছর)

কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি হল একটি প্রকৌশল শাখা যা কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির নকশা, বিকাশ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়াররা সফ্টওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং নেটওয়ার্কগুলির বিকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী।

ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজি হল একটি চার বছর মেয়াদী স্নাতক-পূর্ব কোর্স যা কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির মূল বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই কোর্সে শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করে:

- কম্পিউটার বিজ্ঞান
- কম্পিউটার প্রকৌশল
- প্রোগ্রামিং ভাষা
- ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগরিদম
- ওয়েব ডেভেলপমেন্ট
- কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং
- কম্পিউটার সিস্টেম
- কম্পিউটার সিকিউরিটি

❖ কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজির কর্মক্ষেত্র

কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়াররা সরকারী ও বেসরকারি উভয় খাতে চাকরি করতে পারে। তারা সাধারণত তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) সংস্থা, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার কোম্পানি, সরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিতে কাজ করে।

কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়াররা চাকরির বিভিন্ন সুযোগ পায়। তারা প্রোগ্রামার, সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার সিস্টেম অ্যানালিস্ট, কম্পিউটার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য হিসাবে কাজ করতে পারে।

❖ কম্পিউটার সাইন্স এন্ড টেকনোলজির ভবিষ্যত

কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ডিজিটাল রূপান্তরের সাথে সাথে, আরও কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হবে যাতে প্রযুক্তিগত সমাধানগুলি ডিজাইন, বিকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি একটি চ্যালেঞ্জিং এবং ফলপ্রসূ পেশা। যদি আপনি প্রযুক্তি, সমস্যা সমাধান এবং সৃজনশীলতায় আগ্রহী হন তবে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি আপনার জন্য একটি ভাল বিকল্প হতে পারে।

৩. মেকানিক্যাল টেকনোলজি:

মেকানিক্যাল টেকনোলজি হল একটি প্রকৌশল শাখা যা মেশিন এবং মেকানিক্যাল সিস্টেমের ডিজাইন, উৎপাদন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। এটি একটি বহুমুখী শাখা যা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন, প্রকৌশল, নির্মাণ, পরিবহন, এবং শক্তি।

বাংলাদেশে, মেকানিক্যাল টেকনোলজি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং একটি চার বছর মেয়াদী কোর্স। এই কোর্সে শিক্ষার্থীরা মেকানিক্যাল টেকনোলজির মৌলিক বিষয়গুলি যেমন মেকানিক্স, থার্মোডাইনামিকস, তরল গতিবিদ্যা, শক্তি স্থানান্তর, নকশা, উৎপাদন, এবং মেশিন পরিচালনা অধ্যয়ন করে। কোর্সের শেষে, শিক্ষার্থীরা একটি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করে।

❖ মেকানিক্যাল টেকনোলজির কর্মক্ষেত্র

মেকানিক্যাল টেকনোলজির কর্মক্ষেত্রটি অত্যন্ত বিস্তৃত। ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন শিল্পে চাকরি পেতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে:

- উৎপাদন: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা উৎপাদন প্রক্রিয়াগুলির ডিজাইন, বিকাশ, এবং উন্নতির জন্য দায়ী। তারা উৎপাদন সরঞ্জাম এবং মেশিনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের সাথেও জড়িত।
- প্রকৌশল: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন প্রকৌশল প্রকল্পের জন্য দায়ী, যেমন সেতু, বিল্ডিং, এবং মেশিন ডিজাইন।
- নির্মাণ: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা নির্মাণ প্রকল্পের জন্য দায়ী, যেমন রাস্তা, সেতু, এবং বিল্ডিং নির্মাণ।
- পরিবহন: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা যানবাহন, বিমান, এবং জাহাজের ডিজাইন এবং উৎপাদনের জন্য দায়ী।
- শক্তি: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তেল ও গ্যাস শিল্প, এবং অন্যান্য শক্তি প্রকল্পের জন্য দায়ী।

❖ মেকানিক্যাল টেকনোলজির ভবিষ্যঃ

মেকানিক্যাল টেকনোলজির ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে মনে করা হচ্ছে। শিল্পায়নের অগ্রগতি এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজন হবে, যার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন, প্রকৌশল, নির্মাণ, পরিবহন, এবং শক্তি।

মেকানিক্যাল টেকনোলজি একটি চ্যালেঞ্জিং তবে ফলপ্রসূ ক্যারিয়ার হতে পারে। এই ক্ষেত্রটিতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়াররা সৃজনশীল এবং সমাধান-নিবেদিত হওয়ার দক্ষতা প্রয়োজন। তারা প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার সাথেও সজ্জিত হওয়া উচিত।

৪. মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি:

মেকাট্রনিক্স হল মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটি একীভূত শাখা। এটি মেশিন এবং ইলেকট্রনিক সিস্টেমের ডিজাইন, বিকাশ, উত্পাদন এবং পরিচালনায় জড়িত। মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (৪ বছর) কোর্সটি শিক্ষার্থীদের মেকাট্রনিক্সের মৌলিক বিষয়গুলি, যেমন মেকানিক্যাল ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমগুলিতে প্রশিক্ষণ দেয়।

মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি কোর্স

- **মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (৪ বছর) কোর্সটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:**
  - মেকানিক্যাল ডিজাইন: নকশা, বিশ্লেষণ এবং উত্পাদন পদ্ধতি
  - ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স এবং নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম
  - কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং: কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার
  - নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম: সিস্টেমগুলির আচরণ এবং নিয়ন্ত্রণ
- **মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি কর্মক্ষেত্র**

  মেকাট্রনিক্স টেকনোলজির স্নাতকদের জন্য চাকরির সুযোগগুলি বৈচিত্র্যময়। তারা নিম্নলিখিত শিল্পগুলিতে চাকরি পেতে পারে:
  - উত্পাদন: অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স, মেশিন টুলিং এবং অন্যান্য শিল্প
  - স্বয়ংক্রিয়করণ: রোবোটিকস, নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম এবং স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া
  - মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং: মেডিকেল যন্ত্রপাতি, নার্সিং রোবট এবং অন্যান্য চিকিৎসা প্রযুক্তি
  - এয়ারস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং: বিমান, রকেট এবং অন্যান্য মহাকাশযান
  - প্রতিরক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং: অস্ত্র, যানবাহন এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম
- **মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি ভবিষ্যত**

  মেকাট্রনিক্স একটি দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র। অটোমেশন, স্বয়ংক্রিয়করণ এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো প্রযুক্তিগুলির বিকাশের সাথে সাথে মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BLS) অনুমান অনুসারে, মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরির প্রবৃদ্ধির হার ২০২৯ সাল পর্যন্ত ১৭% হবে, যা সমস্ত পেশার গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। মেকাট্রনিক্স টেকনোলজির ভবিষ্যত উজ্জ্বল। এই ক্ষেত্রটিতে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা থাকবে।

৫.পাওয়ার টেকনোলজি:

পাওয়ার টেকনোলজি একটি ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমন্বিত শাখা যা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ প্রক্রিয়াগুলির সাথে সম্পর্কিত। এটি একটি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স যা চার বছর মেয়াদী। এই কোর্সটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) দ্বারা পরিচালিত হয়।

পাওয়ার টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্সের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের ইঞ্জিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ প্রক্রিয়াগুলির নীতি এবং অনুশীলন সম্পর্কে জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করা। এই কোর্সটি শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সাবস্টেশন, ট্রান্সমিশন লাইন এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমগুলির ডিজাইন, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করে।

❖ **পাওয়ার টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্সের সিলেবাস নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে:**

- বিদ্যুৎ প্রযুক্তি
- তড়িৎ প্রকৌশল
- মেকানিক্যাল প্রকৌশল
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- সাবস্টেশন
- ট্রান্সমিশন লাইন
- ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম
- বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা
- বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা
- বিদ্যুৎ আইন ও বিধি

❖ **-পাওয়ার টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করার পর, শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত পেশাগুলিতে কাজ করতে পারে:**

- বিদ্যুৎ প্রকৌশলী
- সাবস্টেশন প্রকৌশলী
- ট্রান্সমিশন প্রকৌশলী
- ডিস্ট্রিবিউশন প্রকৌশলী
- বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রকৌশলী
- বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা প্রকৌশলী
- ইঞ্জিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন

❖ **পাওয়ার টেকনোলজির কর্মক্ষেত্র**

পাওয়ার টেকনোলজি একটি ক্রমবর্ধমান এবং প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্র। বাংলাদেশে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ খাতে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি নিম্নরূপ:

- সরকারি চাকরি: বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি (পিজিসিবি), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিপণন কোম্পানি (ডিপিডিসি) এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলিতে পাওয়ার টেকনোলজি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

- বেসরকারি চাকরি: বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কোম্পানি রয়েছে। এই কোম্পানিগুলিতেও পাওয়ার টেকনোলজি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য প্রচুর চাহিদা রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক চাকরি: পাওয়ার টেকনোলজি ডিপ্লোমাধারীরা আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ প্রকৌশল সংস্থাগুলিতেও কাজের সুযোগ পেতে পারেন।

❖ **পাওয়ার টেকনোলজির ভবিষ্যত**

পাওয়ার টেকনোলজির ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে। এছাড়াও, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলির ব্যবহার বাড়ছে, যার ফলে নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সঞ্চালন প্রযুক্তির বিকাশের প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশে, বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে। এই বিনিয়োগের ফলে পাওয়ার টেকনোলজি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য চাকরির সুযোগ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

৬. ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি:

ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি হল ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমন্বিত শাখা যা চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং সিস্টেমের ডিজাইন, উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। এটি একটি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স যা চার বছর মেয়াদী। এই কোর্সটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) দ্বারা পরিচালিত হয়।

ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্সের লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের ইলেকট্রোমেডিক্যাল প্রযুক্তির মৌলিক বিষয়গুলি, যেমন চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রোমেডিক্যাল সিস্টেম এবং চিকিৎসা পরিমাপগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই কোর্সটি শিক্ষার্থীদেরকে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং সিস্টেমের ডিজাইন, নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করে।

❖ **ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্সের সিলেবাস নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে:**

- ইলেকট্রনিক্স
- ইলেকট্রোমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
- চিকিৎসা বিজ্ঞান
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি
- ইলেকট্রোমেডিক্যাল সিস্টেম

- চিকিৎসা পরিমাপ

❖ **ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করার পর, শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত পেশাগুলিতে কাজ করতে পারে:**

- ইলেক্ট্রো-মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ার
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রকৌশলী
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামতকারী
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি বিক্রয় প্রতিনিধি
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রশিক্ষক

❖ **ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজির কর্মক্ষেত্র**

ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি একটি ক্রমবর্ধমান এবং প্রতিযোগিতামূলক কর্মক্ষেত্র। বাংলাদেশে, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি খাতে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি নিম্নরূপ:

- সরকারি চাকরি: বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলিতে ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য প্রচুর চাহিদা রয়েছে।
- বেসরকারি চাকরি: বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী কোম্পানি রয়েছে। এই কোম্পানিগুলিতেও ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য চাহিদা রয়েছে।
- আন্তর্জাতিক চাকরি: ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি ডিপ্লোমাধারীরা আন্তর্জাতিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সংস্থাগুলিতেও কাজের সুযোগ পেতে পারেন।

❖ **ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজির ভবিষ্যত**

ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজির ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে চিকিৎসা যন্ত্রপাতিগুলির ব্যবহার বাড়ছে। এছাড়াও, নতুন চিকিৎসা প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজির চাহিদা আরও বাড়বে।

বাংলাদেশে, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে। এই বিনিয়োগের ফলে ইলেক্ট্রো-মেডিকেল টেকনোলজি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য চাকরির সুযোগ আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

৭. ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি:

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি হলো বিদ্যুৎ এবং তড়িৎ ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করা প্রকৌশল শাখা। এটি প্রকৌশলবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির অধ্যয়ন করলে একজন শিক্ষার্থী বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করে।

বাংলাদেশে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি ৪ বছর মেয়াদী। এই কোর্সটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৩.৫০ বা সমমানের নম্বর থাকতে হয়।

❖ **ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্সে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:**

- বিদ্যুৎ
- ইলেকট্রনিকস
- নিয়ন্ত্রণ
- কম্পিউটার
- প্রকৌশল পদার্থবিদ্যা
- প্রকৌশল গণিত
- প্রকৌশল পরিসংখ্যান
- প্রকৌশল উপকরণ
- প্রকৌশল ইতিহাস
- প্রকৌশল নৈতিকতা
- প্রকৌশল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

❖ **এই কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে:**

- বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
- বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি
- ইলেকট্রনিকস শিল্প
- টেলিযোগাযোগ শিল্প
- কম্পিউটার শিল্প

- শিল্প কারখানা
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান

❖ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির কর্মক্ষেত্র

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্ষেত্রে কর্মরত প্রকৌশলীরা বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে জড়িত থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে:

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ
- ইলেকট্রনিকস ডিভাইস ও সিস্টেমের নকশা ও উন্নয়ন
- নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নকশা ও বাস্তবায়ন
- কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যারের নকশা ও উন্নয়ন
- শিল্প কারখানা ও অফিসের ইলেকট্রিক্যাল ব্যবস্থার নকশা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- গবেষণা ও উন্নয়ন

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির কর্মক্ষেত্র দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে এই ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য প্রকৌশলীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

❖ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির ভবিষ্যত

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স ও কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিন দিন বাড়বে। তাই ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স একটি সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার পথ।

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির কর্মক্ষেত্রে সফল হতে হলে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন:

- বিদ্যুৎ ও তড়িৎ বিষয়ে গভীর জ্ঞান
- ইলেকট্রনিকস ও কম্পিউটার প্রযুক্তির জ্ঞান
- প্রকৌশল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা
- নেতৃত্ব ও যোগাযোগ দক্ষতা
- ইংরেজি ভাষার দক্ষতা

এই দক্ষতাসমূহ অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের উচিত নিয়মিত পড়া

৮. ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি:

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি হলো বিদ্যুৎ ও তড়িৎ প্রবাহের ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থা তৈরি ও পরিচালনা করার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এটি প্রকৌশলবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির অধ্যয়ন করলে একজন শিক্ষার্থী ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও সিস্টেমের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করে।

বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি ৪ বছর মেয়াদী। এই কোর্সটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৩.৫০ বা সমমানের নম্বর থাকতে হয়।

❖ **ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্সে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:**

- বিদ্যুৎ
- ইলেকট্রনিকস
- নিয়ন্ত্রণ
- কম্পিউটার
- প্রকৌশল পদার্থবিদ্যা
- প্রকৌশল গণিত
- প্রকৌশল পরিসংখ্যান
- প্রকৌশল উপকরণ
- প্রকৌশল ইতিহাস
- প্রকৌশল নৈতিকতা
- প্রকৌশল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

❖ **এই কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে:**

- ইলেকট্রনিকস শিল্প
- টেলিযোগাযোগ শিল্প
- কম্পিউটার শিল্প
- শিল্প কারখানা

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি কর্মক্ষেত্র

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্ষেত্রে কর্মরত প্রকৌশলীরা বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে জড়িত থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে:

- ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও সিস্টেমের নকশা ও উন্নয়ন
- নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নকশা ও বাস্তবায়ন
- কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়্যারের নকশা ও উন্নয়ন
- শিল্প কারখানা ও অফিসের ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার নকশা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- গবেষণা ও উন্নয়ন

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির কর্মক্ষেত্র দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে এই ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য প্রকৌশলীর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি ভবিষ্যত

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল। ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিন দিন বাড়বে। তাই ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স একটি সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার পথ।

ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজির কর্মক্ষেত্রে সফল হতে হলে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন:

- ইলেকট্রনিকস বিষয়ে গভীর জ্ঞান
- প্রকৌশল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা
- নেতৃত্ব ও যোগাযোগ দক্ষতা
- ইংরেজি ভাষার দক্ষতা

এই দক্ষতাসমূহ অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের উচিত নিয়মিত পড়াশোনা করা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করা।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষঃ

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা রয়েছে। উক্ত শাখা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিভিন্ন সরকারি চাকুরির পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। উক্ত পরীক্ষাগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।

১. কেন্দ্র সচিব ০১ (এক) জন

২. একাডেমিক ইনচার্জ ০২ (দুই) জন

৩. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মকর্তা ০১ (এক) জন

৪. সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রন কর্মকর্তা ০৩ (তিন) জন

৫. অফিস সহায়ক ০১ (এক) জন

জব প্লেসমেন্ট সেল:

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের জব প্লেসমেন্ট সেল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংরক্ষণ, পাশ করার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির ব্যবস্থা করাসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইন্ডাস্ট্রি মালিকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার মাধ্যমে লিংকেজ স্থাপন করে এবং বিভিন্ন সময় সেমিনার আয়োজন করে।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের পাসের হার সন্তোষজনক। ২০১৯ সালের পাশের হার ৯৭%, ২০২০ সালের পাশের হার ৯৭.২৮% এবং ২০২১ সালের পাশের হার ৯৩.৭৭%। পাশ করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় এবং দেশ-বিদেশে সুনামের সাথে চাকরি করে আসছে।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জব প্লেসমেন্ট সেল হল একটি বিভাগ যা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের জন্য কাজ করে। এই সেলটি শিক্ষার্থীদের চাকরি প্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে, তাদের চাকরির জন্য আবেদন করতে সাহায্য করে এবং তাদের চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত করে।

জব প্লেসমেন্ট সেলের লক্ষ্য:

- শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করা
- শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য প্রস্তুত করা
- শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রে সফল হতে সাহায্য করা

জব প্লেসমেন্ট সেলের কার্যাবলী:

- শিক্ষার্থীদের চাকরি প্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান
- শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য আবেদন করতে সাহায্য করা
- শিক্ষার্থীদের চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত করা
- শিক্ষার্থীদের চাকরির খবর সরবরাহ করা
- শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা

জব প্লেসমেন্ট সেলের সুবিধা:

- শিক্ষার্থীরা জব প্লেসমেন্ট সেলের মাধ্যমে চাকরির জন্য প্রস্তুত হতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা জব প্লেসমেন্ট সেলের মাধ্যমে চাকরির খবর পেতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা জব প্লেসমেন্ট সেলের মাধ্যমে চাকরির জন্য সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে পারে।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জব প্লেসমেন্ট সেলের কার্যক্রম:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জব প্লেসমেন্ট সেল নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে:

- চাকরি প্রার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ:

জব প্লেসমেন্ট সেল শিক্ষার্থীদের চাকরি প্রার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই প্রশিক্ষণগুলি শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। এই প্রশিক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

চাকরির সাক্ষাৎকারের কৌশল: এই প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এই প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের চাকরির সাক্ষাৎকারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কৌশল, নিজের যোগ্যতা তুলে ধরার কৌশল এবং চাকরির সাক্ষাৎকারের আচরণবিধি শেখানো হয়।
চাকরির জন্য আবেদন: এই প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য আবেদন করার কৌশল শেখানো হয়। এই প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য আবেদনপত্র লেখা এবং চাকরির জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কৌশল শেখানো হয়।
চাকরির জন্য দরখাস্ত: এই প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য দরখাস্ত করার কৌশল শেখানো হয়। এই প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য দরখাস্তপত্র লেখা এবং চাকরির জন্য দরখাস্তপত্র জমা দেওয়ার কৌশল শেখানো হয়।

- চাকরির জন্য আবেদন করতে সাহায্য:

জব প্লেসমেন্ট সেল শিক্ষার্থীদের চাকরির জন্য আবেদন করতে সাহায্য করে। এই সেলটি শিক্ষার্থীদের চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজে পেতে, চাকরির জন্য আবেদনপত্র লিখতে এবং চাকরির জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে সাহায্য করে।

- চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত করা:

জব প্লেসমেন্ট সেল শিক্ষার্থীদের চাকরির সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত করে। এই সেলটি শিক্ষার্থীদের চাকরির সাক্ষাৎকারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কৌশল, নিজের যোগ্যতা তুলে ধরার কৌশল এবং চাকরির সাক্ষাৎকারের আচরণবিধি শেখায়।

- চাকরির খবর সরবরাহ করা:

জব প্লেসমেন্ট সেল শিক্ষার্থীদের চাকরির খবর সরবরাহ করে। এই সেলটি শিক্ষার্থীদের সরকারি, বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকরির খবর সরবরাহ করে।

আইটি সেল:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আইটি সেল হল একটি বিভাগ যা ইনস্টিটিউটের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই সেলটি ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট, অনলাইন ই-সেবা এবং স্টুডেন্ট পোর্টাল মতো বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা প্রদান করে। শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য এবং দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একটি আইটি সেল রয়েছে। বিভিন্ন আইটি সাপোর্ট প্রদানে একটি টিম এই সেলের অধীনে কাজ করে থাকে। এই সেল কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো-

- প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট;
- ফেইসবুক পেজ ম্যানেজমেন্ট:
- প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট আপডেট করা;
- অনলাইন তথ্য সরবরাহ:
- স্টুডেন্ট পোর্টাল ম্যানেজমেন্ট;

ছাত্রাবাস:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রদের জন্য দুটি এবং ছাত্রীদের জন্য একটি আবাসিক হল রয়েছে-

খেলার মাঠ:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এ শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি বড় খেলার মাঠ আছে। এই মাঠে শিক্ষার্থীরা

ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন অনুশীলন করে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক- কর্মচারীদের মধ্যে প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

লাইব্রেরি:

এ প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের রেফারেন্স বই এবং নতুন সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই, গল্প, উপন্যাস, নাটক, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক বই, আত্মজীবনীমূলক বই নিয়ে একটি লাইব্রেরি রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী বইগুলো ব্যবহার করে এবং প্রতিষ্ঠান খোলা অবস্থায় লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করে। বর্তমানে এ লাইব্রেরির সংগ্রহ সংখ্যা প্রায় ২২,০০০।

বঙ্গবন্ধু কর্নার:

২০২১ সালে লাইব্রেরির অভ্যন্তরে উত্তরপূর্ব কর্ণারে স্থাপন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নার, যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও রাজনৈতিক তথ্য সম্বলিত ২০০ টিরও অধিক বই আছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি দ্বারা কর্ণারটি সু-সজ্জিত রয়েছে। এই কর্নারে সংগৃহীত বই পড়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

তথ্য অনুসন্ধান ও সেবা ডেস্ক:

দর্শনার্থীদের জন্য তথ্য ও সেবা প্রদানের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় একটি তথ্য অনুসন্ধান ও সেবা ডেস্ক রয়েছে। যার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের যে কোন প্রকার তথ্যাদিসহ প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের রয়েছে অত্যাধুনিক ও ডাইনামিক একটি ওয়েবসাইট (www.rajshahi.polytech.gov.bd) যা থেকে সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সকলের জানার সুযোগ রয়েছে।

মেডিক্যাল সেন্টার:

প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীসহ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার জন্য একটি মেডিক্যাল সেন্টার রয়েছে। যেখানে দায়িত্বরত ফার্মাসিস্ট এর মাধ্যমে প্রাথমিক ও জরুরী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা:

প্রতিষ্ঠানের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য রয়েছে সুউচ্চ সীমানা প্রাচীর। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানটি সার্বক্ষণিক সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সুপেয় পানির ব্যবস্থা:

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন লোকেশনে এবং ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে পর্যাপ্ত পরিমাণ সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে উচ্চ মানসম্পন্ন ইলেকট্রনিক বিভার্স অসমোসিস ওয়াটার ফিল্টারের মাধ্যমে সুপেয় পানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সুবিধাদিঃ

প্রতিবন্দী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চলাচলের জন্য র‍্যাম্পসহ স্যানিটেশনের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

সাইকেল স্ট্যান্ড:

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাইকেল, মোটরবাইক রাখার জন্য রয়েছে সিসি ক্যামেরা নিয়ন্ত্রিত স্ট্রাকচারাল সাইকেল স্ট্যান্ড।

ছাত্রীদের কমন রুম:

এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য একটি কমন রুম রয়েছে, যেখানে ক্লাসের বিরতির সময়ে ছাত্রীরা একত্রে মিলিত হয়।

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ:

৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ আছে। এছাড়াও ২ বছরের এএমআইই (AMIE) পরীক্ষার মাধ্যমে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হবার সুযোগ রয়েছে। কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ১ বছরের ডিপ্লোমা ইন

টেকনিক্যাল এডুকেশন কোর্স করতে পারেন। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারগণ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জনের এবং দেশের বাইরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ উন্মুক্ত আছে।

দেশে আর্ত-সামাজিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। যে দেশে কারিগরি শিক্ষার হার যত বেশি, সে দেশ তত বেশি উন্নত। সরকার কারিগরি শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে নতুন নতুন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, আধুনিকীকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট দেশ-বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ ও মানসম্মত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছে।

২. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

২.১ রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য ও কার্যাবলি

২.১.১ ভূমিকা:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (RPI) বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের একটি সরকারি বহুমুখী কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

RPI বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর প্রায় এক হাজার দক্ষ ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিবিদ্যা স্নাতক তৈরি করে, যারা দেশের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত আছেন।

RPI-এর ভূমিকা নিম্নরূপ:

- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা: RPI উচ্চমানের কারিগরি শিক্ষাক্রম প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিবিদ্যা স্নাতক তৈরি করে। এসব স্নাতক দেশের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত থেকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখেন।
- শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি: RPI-এর শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স শেষে দেশের শিল্প-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নয়ন প্রকল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ পান। এতে দেশের কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি পায়।
- উদ্যোক্তাগিরি উন্নয়ন: RPI উদ্যোক্তাগিরি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে উদ্যোক্তা তৈরি করে। এসব উদ্যোক্তা নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখেন।

- গবেষণা ও উন্নয়ন: RPI গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে শিল্প-গঠিত সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রদান করে। এতে দেশের শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে।

RPI বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২.১.২ ভিশন:

দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকারী শক্তি হিসেবে রূপান্তরিত হওয়া। রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (RPI) দক্ষ ও উদ্যমী কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালনে নিবেদিত। আমরা বিশ্বাস করি যে, দক্ষ ও উদ্ভাবনী কারিগরি জনশক্তি দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই RPI তার শিক্ষা কার্যক্রম ও সুবিধাগুলিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চায় যাতে শিক্ষার্থীরা দক্ষ ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিবিদ্যা স্নাতক হয়ে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

২.১.৩ মিশন:

দক্ষতা, উদ্ভাবন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (RPI) দক্ষ ও উদ্ভাবনী কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালনে নিবেদিত। RPI বিশ্বাস করে যে, দক্ষ ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিবিদরা দেশের শিল্প ও অর্থনীতির উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

RPI-এর মিশনের লক্ষ্য হল:

- উচ্চমানের বিশ্বমান শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিবিদ্ তৈরি করা।
- আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাক্রম ও পাঠক্রম নিয়মিত উন্নয়ন করা।
- শিল্প-ক্ষেত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের বাস্তব প্রকল্প ও ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- উদ্যোক্তা ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যা দেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।
- গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে শিল্প-গঠিত সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রদান করা।

RPI-এর মিশন বাস্তবায়নের জন্য, ইনস্টিটিউট নিম্নলিখিত কার্যাবলী পরিচালনা করে:

- উচ্চমানের কারিগরি শিক্ষাক্রম প্রদান করা, যা আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে।

- দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক নিয়োগ, তাদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আধুনিক পরীক্ষাগার, কর্মশালা এবং শিল্প-মানের সুবিধা নিশ্চিত করা।
- শিল্প-ক্ষেত্রের সাথে যৌথ প্রকল্প, ইন্টার্নশিপ এবং সহযোগিতামূলক গবেষণা পরিচালনা করা।
- উদ্যোক্তাগিরি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে উদ্যোক্তা তৈরি করা।
- গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে শিল্প-গঠিত সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রদান করা।
- আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত মূল্যায়ন ও মানোন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

RPI বিশ্বাস করে যে, এর মিশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে, এটি দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

২.১.৪ কার্যাবলি:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (RPI) বাংলাদেশের একটি সরকারি বহুমুখী কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৬৩ সালে এই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে ৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা করে থাকে।

RPI-এর প্রধান কার্যাবলী হল:

- উচ্চমানের কারিগরি শিক্ষাক্রম প্রদান করা, যা আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে।
- দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক নিয়োগ, তাদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আধুনিক পরীক্ষাগার, কর্মশালা এবং শিল্প-মানের সুবিধা নিশ্চিত করা।
- শিল্প-ক্ষেত্রের সাথে যৌথ প্রকল্প, ইন্টার্নশিপ এবং সহযোগিতামূলক গবেষণা পরিচালনা করা।
- উদ্যোক্তাগিরি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে উদ্যোক্তা তৈরি করা।
- গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে শিল্প-গঠিত সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রদান করা।
- আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।

- শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত মূল্যায়ন ও মানোন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

RPI-এর প্রধান কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

উচ্চমানের কারিগরি শিক্ষাক্রম প্রদান করা

RPI-তে য় আটটি বিভাগে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালিত হয়। এই বিভাগগুলি হল:

- মেকানিক্যাল টেকনোলজি
- ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি
- ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি
- সিভিল টেকনোলজি
- কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি
- পাওয়ার টেকনোলজি
- মেকাট্রনিক্স টেকনোলজি
- ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল টেকনোলজি

RPI-এর শিক্ষাক্রম আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়। এই শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্লাস, প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশিপ, প্রকল্প, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

দক্ষ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক নিয়োগ

RPI-তে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ও প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এই শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যাতে তারা সর্বশেষ প্রযুক্তি ও জ্ঞান সম্পর্কে অবগত থাকেন।

আধুনিক পরীক্ষাগার, কর্মশালা এবং শিল্প-মানের সুবিধা নিশ্চিত করা

RPI-তে আধুনিক পরীক্ষাগার, কর্মশালা এবং শিল্প-মানের সুবিধা রয়েছে। এই সুবিধাগুলি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিল্প-ক্ষেত্রের সাথে যৌথ প্রকল্প, ইন্টার্নশিপ এবং সহযোগিতামূলক গবেষণা পরিচালনা করা

RPI শিল্প-ক্ষেত্রের সাথে যৌথ প্রকল্প, ইন্টার্নশিপ এবং সহযোগিতামূলক গবেষণা পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমগুলি শিক্ষার্থীদের বাস্তব-বিশ্বের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা

RPI উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যক্রমগুলি শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করে।

গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা

RPI গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করে। এই কার্যক্রমগুলি দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করা

RPI আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করে। এই সহযোগিতা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

শিক্ষার মান উন্নয়নে নিয়মিত মূল্যায়ন ও মানোন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.২.১ সাংগঠনিক কাঠামো:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সাংগঠনিক কাঠামো

২.৩ শাখাভিত্তিক দায়িত্ব ও কর্মবন্টন

২.৩.১ একাডেমিক শাখা:

শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ এই শাখা তদারকি করে থাকে। তাছাড়া ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া, রেজিস্ট্রেশন ও উপবৃত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকে।

২.৩.১.১ রেজিস্টার শাখা:

রেজিস্টার শাখা ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি, রেজাল্ট ও ছাত্র/ছাত্রীদের সংখ্যার হিসাব রক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

ভর্তি ও ফর্ম পূরণ:

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন টেকনোলজিতে ভর্তি হতে, সকল শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি/দাখিল/ এস.এস.সি (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়; ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপিএ ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ এবং ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপিএ ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অথবা 'ও' লেভেলে যেকোন একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেড পেয়ে যে কোন সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন হয়ে থাকে। website: www.techedu.gov.bd ; website: www.bteb.gov.bd

ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা:

বর্তমানে ২০২৩-২০২৪ সেশনে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন টেকনোলজিতে ১ম ও ২য় শিফটে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে মোট ৪২২৭ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। তন্মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ৩৮৬০ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৩৬৭ জন।

২.৩.৩ হিসাব শাখাঃ

প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমসহ আরও যেসব কার্যক্রম এ শাখার অধীনে হয়ে থাকে

সেগুলো হলো-

ক) বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন;

খ) মাসিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ।

গ) নন-ট্যাক্স রেভিনিউ সংক্রান্ত বিল প্রেরণ;

ঘ) কর্মচারীদের বেতন ভাতা বিল প্রস্তুতকরণ।

৬) ইউটিলিটি বিল:

চ) ক্রয় সংক্রান্ত বিল:

ছ) বিলের আপত্তি নিষ্পত্তিঃ

জ) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ

ক) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।

২.৩.৪ জেনারেল স্টোর:

অধ্যক্ষ মহোদয়ের অধীনে একটি গুররুত্বপূর্ণ শাখা হলো জেনারেল স্টোর। এ শাখা যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেগুলো হলো-

ক) টেন্ডারের জন্য মালামালের তালিকা সংগ্রহকরণ:

খ) কোটেশনের জন্য তালিকা সংগ্রহকরণ।

গ) টেন্ডার, কোটেশন প্রক্রিয়াকরণ;

ঘ) নিলাম কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ;

৬) টেন্ডারে ক্রয়কৃত মালামাল সংরক্ষণ;

চ) চাহিদা অনুযায়ী মালামাল বন্টন:

২.৩.৫ নিরাপত্তা শাখা:

সুষ্ঠু ও নিরাপদ পরিবেশ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এই অপরিহার্য অনুষঙ্গ নিশ্চিতকরণসহ অন্যান্য যেসকল কার্যক্রম এ শাখার অধীনে সম্পন্ন হয়ে থাকে

সেগুলো হলো-

ক) নিরাপত্তা সিডিউল প্রস্তুতকরণ;

খ) নিরাপত্তা কর্মীদের কার্যক্রম তদারকিকরণ;

গ) ভবনের বিভিন্ন কমনরুম হেফাজতকরণ;

ঘ) পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসের লাইন ও ভবনের সমস্যা কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ:

৩) পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা কর্মীর মাধ্যমে ভবন, রাস্তাঘাট ও টয়লেট পরিষ্কারকরণ:

এই শাখা নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় আঞ্চলিক কার্যালয়ে রিপোর্ট প্রেরণ করে আসছে।

২.৪ প্রতিষ্ঠানের গত ৫ বছরের অর্জন:

ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনের লাইব্রেরি রুমে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন, ভবনের সামনে বঙ্গবন্ধু মুর্যাল এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে ভবনে পাইপ ফিটিংস সহ বেসিন ও নিরাপত্তা প্রাচীর স্থাপন করা হয়।

বর্তমান বিশ্বের চাহিদার সাথে মিল রেখে ডিজাইন, ইনোভেশন ও ফেব্রিকেশনের জন্য ক্যাড ও ক্যাম ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য র‍্যাম্পের পার্শ্বে রেলিং-এর ব্যবস্থা, কনফারেন্স হলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের পুকুরের পূর্ব পার্শ্ব ও প্রধান সড়ক থেকে প্রতিষ্ঠানে মূল ফটক পর্যন্ত রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, অধ্যক্ষের কার্যালয়ের ওয়াশরুম আধুনিকীকরণ ও আসবাবপত্র সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়। প্রশাসনিক ভবনের করিডোর ও ওয়ার্কসপসমূহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের ডিজিটাল ক্লাসরুম মেইন্টেন্যান্স, ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি, শুদ্ধাচার ও আচার-আচরন বিধি বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। তাছাড়া অফিস স্টাফ ও ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের অফিস ম্যানেজমেন্ট, জেন্ডার ইকুইটি, স্মার্ট বাংলাদেশ ও তথ্য অধিকার আইন, গণকর্মচারি ও শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা (ব্যক্তি, অফিস, রাষ্ট্র ও মোবাইল), গণকর্মচারি (সাজাপ্রাপ্তিতে বরখাস্ত), এসিআর, জিপিএফ, বিআই, বিএফ, ছুটি বিধিমালা, চাকুরিতে দায়িত্ব-কর্তব্য, সিটিজেন চার্টার, শিষ্টাচার এবং প্রটোকল ও ম্যানার বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

২.৫ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

শিক্ষক স্বল্পতা খুবই প্রকট। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মানসম্মত অনুপাত যেখানে ১:১২ সেখানে এই প্রতিষ্ঠানে

অনুপাত (১:১২০) থাকায় মানসম্মত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পাঠদান করা সম্ভব হচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশরুম ও ল্যাব ওয়ার্কশপের প্রবল সংকট থাকায় যথাযতভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক ক্লাস চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পর্যাপ্ত ক্লাসরুম না থাকায় RDO অফিসে ক্লাস নেওয়ার পরও উক্ত সমস্যা দূর করা যাচ্ছে না। একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনে ০৪টি টেকনোলজির ৩২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য নির্মিত হলেও বর্তমানে প্রতি শিফটে ০৭ টি টেকনোলজির প্রায় ২৫০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে: এই অনুপাতে প্রশাসনিক ভবন সম্প্রসারণ/নতুন ভবন স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন। ডাক্তারের শূণ্য পদ পূরণ না করলে শিক্ষক, কর্মচারি অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ অসুস্থবোধ করলে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভবপর না হওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায়।

২.৬ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ফিটনেস বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ মাঠের চারপাশে ওয়াকওয়ে তৈরী করা।

- সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুকুরের মাঝখানে অথবা কোন এক কর্নারে ফাউন্টেন বা ফোয়ারা তৈরী করা।

- অধ্যক্ষের কার্যালয়ের আর্কিটেকচারাল ইন্টেরিয়র করা।
- শিক্ষার্থীদের মেধ্যা বিকাশের জন্য ক্লাব খোলা।
- শিক্ষার্থীদের সকল সেবা অনলাইন ভুক্ত করা।
  লাইব্রেরী আরও উন্নত এবং বিভিন্ন বিষয়ের আরও পাঠ্যবই সংগ্রহ করা।

২৩২.৭ বিবিধ

২.৭.১ ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ ও সমঝোতা স্মারক চুক্তি:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০টি সহ মোট ১৪টি শিল্প কারখানার সাথে সমঝোতা স্মারক চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর করে। এতে ছাত্র-ছাত্রীরা একদিকে যেমন বাস্তব কাজের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে, তেমনিভাবে শিল্প-কারখানাগুলোও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মী পাচ্ছে। এর ফলে উভয়ই উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটে জব প্লেসমেন্ট সেন্টার ও লাইব্রেরিতে রিসার্চ সেল তৈরি করা হয়েছে। জব প্লেসমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে কর্মরত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্যাদি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরসহ শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা যায় এবং সদ্য পাশ করা ডিপ্লোমা গ্রাজুয়েটদের বিভিন্ন কলকারখানায়/অফিস-আদালতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। রিসার্চ সেলে মেধাবী ছাত্রা-ছাত্রীগণ নিয়মিত গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এতে করে ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞান মেলায় এবং উদ্ভাবনী ও গবেষণার বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্ব স্ব বিভাগে সাফল্য অর্জন করছে।

সিভিল টেকনোলজির ল্যান/ওয়ার্কশপে নিম্নবর্ণিত টেস্টিং করা হয়।

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম
০১	কংক্রিট ,সিমেন্ট,বালি সহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপাদান

উক্ত ম্যাটেরিয়ালগুলোর টেস্ট সম্পাদন করে বিগত অর্থবছরে অর্থাৎ ২০২২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সিভিল টেকনোলজির ল্যাবরেটরিতে ৬৫৭টি নমুনা টেস্ট করে টেস্টিং এ প্রাপ্ত রেজাল্ট রিপোর্ট করে সংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়।

মেকানিক্যাল টেকনোলজির ল্যাব ওয়ার্কশপে নিম্নবর্ণিত টেস্টিং করা হয়।

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম
০১	রডের টেনসাইল ,বেন্ডিং,কমপ্রেসড সহ মেকানিক্যাল টেকনোলজি সম্পর্কিত অন্যান্য উপাদানের পরিক্ষণ
০২	রডের

২.৭.৩ রোভার স্কাউট:

'রোভারিং করব, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ব' এই শ্লোগান এবং স্কাউটিং-এর মূলনীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম স্কাউটিং সর্বজন স্বীকৃত। প্রতি বছর আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে বাছাই করে রোভার স্কাউট সহচর হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয়। রোভার স্কাউট সহচর থেকে বার্ষিক তাঁবু জলসা ও দীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের নিজেদেরকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের রোভার স্কাউট সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়। স্কাউটিং-এর বাস্তবমূখী ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও মহামারীর সময়ে রোভার স্কাউটরা মানুষের সেবা ও সহযোগিতা করার জন্য রাজশাহী পলিটাকনিক ইনস্টিটিউটের স্কাউটরা সমাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

কার্যক্রম:

১) বার্ষিক তাঁবু জলসা ও দীক্ষা অনুষ্ঠান:

২) বিভিন্ন প্রশিক্ষণে রোভারদের অংশগ্রহণ:

৩) সাপ্তাহিক ক্রু মিটিং:

৪) বিভিন্ন জাতীয় দিবসের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:

৫) প্রাকৃতিক দূর্যোগে সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

৬) সমাজ সেবা মূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:

বিশেষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ:

১) জেলা রোভার মুট;

২) আঞ্চলিক রোভার মুট;

৩) জাতীয় রোভার মুট:

২.৭.৪ ওরিয়েন্টেশন ও নবীনবরণ:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ১ম পর্বের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ২০২২-২০২৩ খ্রি. সেশনে ভর্তিকৃত সকল টেকনোলজির নতুন শিক্ষার্থীদের গত ১২/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ মোতাবেক ২৭শে ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, রোজ রবিবার নবীনদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাশের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়। রবিবার (১২ মার্চ) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ০৭টি বিভাগের একযোগে এই নবীন বরণ ও ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগ ভিত্তিক আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের একাডেমিক ইনচার্জ জনাব মোহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী, চিফ ইনস্ট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (পাওয়ার)। অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ইনস্টিটিউটের সুযোগ্য অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ রিহান উদ্দিন। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ সরেজমিনে ইনস্টিটিউট ঘুরে দেখেন। নবীন শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত ছিল ক্যাম্পাস প্রাঙ্গন।

৩. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-এপিএ (APA)

উদ্দেশ্য

সরকারি কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম

- শিক্ষকদের ট্রেনিং
- মানসম্মত যন্ত্রপাতি ক্রয়
- শুদ্ধাচার
- সিটিজেন চার্টার
- পরিচ্ছন্নতা
- ছাত্র-ছাত্রীদের গাইডেন্স এন্ড কাউন্সিলিং

চুক্তি স্বাক্ষর

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনানুযায়ী বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মহোদয় এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে ২০২২-২০২৩ খ্রি. চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এপিএ কমিটি

এপিএ কমিটি এপিএ প্রস্তুত করে এবং প্রতি ত্রৈমাসিক পর পর উক্ত কমিটি তথ্য সংগ্রহপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ প্রতিবেদন APAMS সফটওয়ারে এন্ট্রি করে এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে।

মূল্যায়ন

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এপিএ-তে সাফল্যের সাথে ৮৯.০ নম্বর অর্জন করেছে।

APA টিম

২০২২-২৩ অর্থ বছরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের APA প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্তে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে APA টিম গঠন করা হয়।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী
০১	মোঃরশিদুল আমীন ,চিফ ইন্সট্রাক্টর (টেক/ সিভিল) ,টিম লিডার
০২	বিপ্লব কুমার দেব , ইন্সট্রাক্টর (টেক/পাওয়ার) ,সদস্য
০৩	মু.খালিদ ইবনে আহাদ ,ইন্সট্রাক্টর (টেক/মেকানিক্যাল) ,সদস্য
০৪	নাসরীন আখতার , ইন্সট্রাক্টর (টেক/কম্পিউটার) ,সদস্য সচিব

৩.১ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও সিটিজেন চার্টার:

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং সিটিজেন চার্টার হল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের মান উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি। অন্যদিকে, সিটিজেন চার্টার হল একটি গ্রাহক-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের মান নির্ধারণ করে এমন একটি নথি।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য একটি ভর্তি তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ভর্তি বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাবলি জনগণের মধ্যে প্রচার করে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের সেবা সহজীকরণের জন্য ব্যাপক কর্মকৌশল যেমন- ওয়েবসাইট তৈরি, ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, পরীক্ষার ফি অনলাইনে প্রদান ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করা হয়ে থাকে।

২.১) নাগরিক সেবাঃ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	পাবলিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট সত্যায়ন	বিশ্ববিদ্যালয় /বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/অন্যান্য বোর্ড/কলেজ/কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত সার্টিফিকেট জমাদান সাপেক্ষে	সেবা গ্রহীতার নিজস্ব সার্টিফিকেট	বিনামুল্যে	১ কার্যদিবস	মোসাঃতাপসী রাবেয়া রেজিষ্টার (ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১০৬ মোবাঃ০১৭৪২২৯৭৮২৯ ইমেইলঃtapashi.lucky@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
০২	ভর্তি সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি তথ্য প্রদান	সরাসরি নাগরিকদের নিকট হতে চাহিত তথ্য প্রদান ও সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ	মৌখিক নির্দেশনা	বিনামুল্যে	তাৎক্ষনিক	কবির আহমেদ	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
০৩	RPL এ প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি সংক্রান্ত	সেবা গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	সেবা গ্রহীতার আবেদন	বিনামুল্যে	১ কার্যদিবস	প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান ফোকাল পারসন জব প্লেসমেন্ট সেল কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২.২) প্রাতিষ্ঠানিক সেবাঃ							
০৪	শিক্ষকদের (শিক্ষা ছুটি/বহিঃবাংলাদেশ ছুটির আবেদন অগ্রনীত করন)	সেবা গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	সকল সনদ ও নম্বরপত্র এর সত্যায়িত কপি	বিনামুল্যে	আবেদন পত্র বাছায়ের ১৫ কার্যদিবস	মনিরুজ্জামান প্রধান সহকারী(ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১১০ মোবাঃ০১৭৩৫৯২১৪৮১ ইমেইলঃmanir881218@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
০৫	কর্মচারীদের (শিক্ষা ছুটি/বহিঃবাংলাদেশ	সেবা গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	সকল সনদ ও নম্বর পত্র এর	বিনামুল্যে	আবেদন পত্র বাছায়ের ১৫	মনিরুজ্জামান প্রধান সহকারী(ভারপ্রাপ্ত)	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
	ছুটির আবেদন অগ্রনীত করন)		সত্যায়িত কপি		কার্যদিবস	কক্ষ নং-১১১০ মোবাঃ০১৭৩৫৯২১৪৮১ ইমেইলঃmanir881218@gmail.com	মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
০৬	শিক্ষকদের (লিয়েন ছুটির আবেদন অগ্রনীত করন)	সেবা গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	প্রার্থীর আবেদন,চাকুরির অফার লেটার,নিয়োগপত্র, যোগদান পত্র,চাকুরি স্থায়ীকরনের কপি,পি.ডি.এস কপি,দায়-দেনা যথা ভবিষ্য তহবিল,কল্যান তহবিল,যৌথ বীমা তহবিল,যৌথ বীমা প্রিমিয়াম,পেনশন ও লিভ স্যালারির চাঁদা এবং গৃহ নির্মান,মোটর কার,বাই-সাইকেল,অগ্রিম ইত্যাদির ঋণ,প্রদেয় অর্থের	বিনামুল্যে	আবেদন পত্র বাছায়ের ১৫ কার্যদিবস	মনিরুজ্জামান প্রধান সহকারী(ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১১০ মোবাঃ০১৭৩৫৯২১৪৮১ ইমেইলঃmanir881218@gmail.com com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
			সার্বিক বিবরনী ,সরকারি গাড়ী,এবং টেলিফোন বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকলে তা প্রত্যার্পন করবেন মর্মে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৩০০/- টাকার স্ট্যাম্পে মুচলেকা সহ সুপারিশ।				
০৭	কর্মচারীদের (লিয়েন ছুটির আবেদন অগ্রনীত করন)	সেবা গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	প্রার্থীর আবেদন,চাকুরির অফার লেটার,নিয়োগপত্র, যোগদান পত্র,চাকুরি স্থায়ীকরনের কপি,পি.ডি.এস কপি,দায়-দেনা	বিনামুল্যে	আবেদন পত্র বাছায়ের ১৫ কার্যদিবস	মোসাঃতাপসী রাবেয়া রেজিষ্টার (ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১০৬ মোবাঃ০১৭৪২২৯৭৮২৯ ইমেইলঃtapashi.lucky@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
			যথা ভবিষ্য তহবিল,কল্যান তহবিল,যৌথ বীমা তহবিল,যৌথ বীমা প্রিমিয়াম,পেনশন ও লিভ স্যালারির চাঁদা এবং গৃহ নির্মান,মোটর কার,বাই-সাইকেল,অগ্রিম ইত্যাদির ঋণ,প্রদেয় অর্থের সার্বিক বিবরনী ,সরকারি গাড়ী,এবং টেলিফোন বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়ে থাকলে তা প্রত্যার্পন করবেন মর্মে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ৩০০/-				

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
			টাকার স্ট্যাম্পে মুচলেকা সহ সুপারিশ।				
০৮	শিক্ষক/কর্মচারীদের ACR ও ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ	সেবা গ্রহীতার ACR প্রাপ্তি সাপেক্ষে	ACR প্রাপ্তি সাপেক্ষে নমুনা ফরম লিংক	বিনামুল্যে	০৭ কর্মদিবস	মনিরুজ্জামান প্রধান সহকারী(ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১১০ মোবাঃ০১৭৩৫৯২১৪৮১ ইমেইলঃmanir881218@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
০৯	শিক্ষক/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সম্পর্কিত তথ্যাদি (PDS)	উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী	প্রযোজ্য নয়	বিনামুল্যে	০৭ কর্মদিবস	নাসরীন আক্তার ফোকাল পারসন কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ০১৭১৬৩০৩৪০২ ইমেইলঃnasrin.papri@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
১০	সরকারী বাসাবাড়ী বরাদ্দ প্রদান	আবেদন প্রাপ্তি ও বাসা খালি থাকা সাপেক্ষে	প্রার্থীর আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	বিনামুল্যে	১০ কর্মদিবস		মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
১১	শিক্ষক/কর্মচারীদের পেনশন মুঞ্জুরির আবেদন অগ্রনীত করন	আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নির্ধারিত ফরমে পেনশনের আবেদন,পিআর এল মুঞ্জুরির আদেশ,ইএলপিসি পেনশনারের বৈধ উত্তরাধিকারীর	বিনামুল্যে	০৭ কর্মদিবস	মনিরুজ্জামান প্রধান সহকারী(ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১১০ মোবাঃ০১৭৩৫৯২১৪৮১ ইমেইলঃmanir881218@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
			ঘোষণাপত্র,না-দাবী প্রত্যয়ন পত্র,জাতীয় পরিচয় পত্র				
১২	শিক্ষক/কর্মচারীদের ভবিষৎ তহবিলের উপর ঋন মুঞ্জুরির আবেদন অগ্রনীত করন	আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র।	বিনামুল্যে	১০ কর্মদিবস	মনিরুজ্জামান প্রধান সহকারী(ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১১০ মোবাঃ০১৭৩৫৯২১৪৮১ ইমেইলঃmanir881218@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
১৩	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রদান	আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	১.তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র(ফরম-ক) ২.প্রয়োজন হলে ‘তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এর সাথে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করন ।	সেবার মূল্যঃ লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ,নকশা,ছবি, কম্পিউটার প্রিন্ট সহ) এ -৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২(দুই) টাকা হারে এবং তদুর্দ্ধ কাগজের		বিপ্লব কুমার দেব তথ্য প্রদান কারী কর্মকর্তা কক্ষ নং-৫১০৫ মোবাঃ০১৯১১৫৫৭০৮৫ ইমেইলঃbkd.rpi@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
				ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য। ডিস্ক,সিডি ইত্যাদি তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে(১) আবেদন কারী কর্তৃক ডিস্ক,সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে (২) তথ্য সরবরাহ কর্তৃক ডিস্ক,সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য। কোন আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত			

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
				তথ্যের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে। মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রকাশনায় নির্ধারিত মুল্যে । পরিশোধ পদ্ধতিঃ তথ্যের মূল্যে ফরম ‘ঘ’ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের নির্ধারিত মূল্যে ০৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রদান করতে হবে। তথ্যের মূল্যে নগদ ,মানি অর্ডার,পোস্টাল অর্ডার, ক্রসড চেক অথবা			

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
				স্ট্যাম্পের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।তথ্যের মূল্যে জমাদানের কোড-১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭			
১৪	শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক সহায়তা প্রদান	অনলাইন এর মাধ্যমে আবেদন লিংকঃ www.tmed.gov.bd.com	সকল সনদ ও নম্বরপত্র এর সত্যায়িত কপি	বিনামুল্যে	আবেদন পত্র বাছায়ের ১৫ কার্যদিবস	প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান ফোকাল পারসন জব প্লেসমেন্ট সেল কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
১৫	ইন্টারনেট সেবা সংক্রান্ত	আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন	বিনামুল্যে	আবেদন পত্র বাছায়ের ০৩ কার্যদিবস	প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান ফোকাল পারসন জব প্লেসমেন্ট সেল কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
১৬	লাইব্রেরী সংক্রান্ত সেবা	আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন	বিনামুল্যে	আবেদন পত্র বাছায়ের ০৩ কার্যদিবস	প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (লাইব্রেরী) কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ ইমেইলঃ	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
১৭	উদ্ভাবনী উদ্দ্যেগ/খুদ্র উন্নয়ন প্রজেক্ট বাস্তবায়ন	আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে	অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন	বিনামুল্যে	আবেদন পত্র বাছায়ের ০৩	প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান ফোকাল পারসন	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
	সংক্রান্ত				কার্যদিবস	জব প্লেসমেন্ট সেল কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
১৮	বৃত্তি /উপবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান	সকল ধরনের বৃত্তি সফটওয়্যার এর মাধ্যমে	ব্যাংক একাউন্ট ও স্বাক্ষর সম্বলিত প্রমানক	বিনামূল্যে	তালিকা প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে	প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান জব প্লেসমেন্ট সেল কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	নাসরীন আকতার ফোকাল পারসন কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ০১৭১৬৩০৩৪০২ ইমেইলঃnasrin.papri@gmail.com
১৯	শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদান	অনলাইন এর মাধ্যমে আবেদন লিংকঃ www.tmed.gov.bd.com	শিক্ষকদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সনদ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়ন পত্র প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানুষিক অক্ষমতার তথ্য(সার্টিফিকেটের কপি)	বিনামূল্যে		প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান ফোকাল পারসন জব প্লেসমেন্ট সেল কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২০	অত্যাবশকীয় জনবল নিয়োজিতকরণ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ,নিয়োজিতকরনের সুপারিশের আলোকে যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই ও মনোনয়ন		বিনামূল্যে	কমিটির নিয়োজিতকরনের সুপারিশ এর	রশিদুল আমীন ওসি একাডেমিক কক্ষ নং- মোবাঃ	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ কক্ষ নং-১১০১ মোবাঃ01757115000

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
					আলোকে নির্ধারিত	ইমেইলঃ	ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২১	চাকুরী প্রাপ্তি সংক্রান্ত সহায়তা	নোটিশ বোর্ড / ওয়েবসাইট (www.rpi.gov.bd.com)	জব প্লেসমেন্ট সেল	বিনামূল্যে	অফিস চলাকালীন সময়	প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান ফোকাল পারসন জব প্লেসমেন্ট সেল কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ কক্ষ নং-১১০১ মোবাঃ01757115000 ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২২	মন্ত্রাণালয়,কাশিঅ, বাকাশিবো ব্যানবেইস কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান সংক্রান্ত	হার্ড কপি এবং সফট কপি		বিনামূল্যে	নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে	নাসরীন আক্তার চীফ ইন্সট্রাক্টর কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ০১৭১৬৩০৩৪০২ ইমেইলঃnasrin.papri@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২৩	বার্ষিক হিসাব বিবরনী প্রস্তুত বিতরন	হার্ড কপি এবং সফট কপি	সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি	বিনামূল্যে	অর্থবছর শেষ হওয়ার ১ মাসের মধ্যে	মনোয়ারা পারভীন হিসাব রক্ষক কক্ষ নং-১১১১ মোবাঃ01552498506 ইমেইলঃparvin.ac506@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২৪	দরপত্র দলিল প্রস্তুত ,বিতরন ও সংরক্ষন	হার্ড কপি এবং সফট কপি	পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী	কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক /হিসাব শাখা	বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী	মোঃমাসফিকুর রহমান জেনারেল স্টোর অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) মোবাঃ01723787729 কক্ষ নং-১১০৯ ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২৫	দরপত্র সরবরাহকারীর বিল প্রদান/জামানত গ্রহন	লিখিত আবেদন	বিজ্ঞপ্তি/কার্যাদেশ এর শর্ত অনুযায়ী/	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে	ক) মোসাঃতাপসী রাবেয়া স্টোর কিপার কক্ষ নং-১১১৪	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
			হিসাব শাখা			মোবাঃ০১৭৪২২৯৭৮২৯ ইমেইলঃtapashi.lucky@gmail.com খ) মনিরুজ্জামান ক্যাশিয়ার (ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১১০ মোবাঃ০১৭৩৫৯২১৪৮১ ইমেইলঃmanir881218@gmail.com	কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২৬	অডিট আপত্তি বিষয়ক কার্যাবলী	হার্ড কপি এবং সফট কপি	মন্ত্রাণালয় /অডিট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে	মনোয়ারা পারভীন হিসাব রক্ষক কক্ষ নং-১১১১ মোবাঃ01552498506 ইমেইলঃparvin.ac506@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২৭	ছুটি,শ্রান্তি বিতরন ও চাকুরী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী	লিখিত আবেদন		বিনামূল্যে	নির্ধারিত সময়	মনিরুজ্জামান প্রধান সহকারী(ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১১০ মোবাঃ০১৭৩৫৯২১৪৮১ ইমেইলঃmanir881218@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
২.৩) অভ্যন্তরীন সেবাঃ							
২৮	প্রশিক্ষন (ইনহাউজ আভ্যন্তরীন ,বৈদেশিক ও NTVQF LEVEL)	অফিস আদেশ		বিনামূল্যে	নির্ধারিত সময়	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
২৯	পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি,ফলাফল প্রকাশ ও সংরক্ষন	নোটিশ বোর্ড / ওয়েবসাইট (www.rpi.gov.bd.com)	বাকাশিবো তথ্য অনুযায়ী	বিনামূল্যে	বাকাশিবো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে	মোসাঃতাপসী রাবেয়া রেজিষ্টার (ভারপ্রাপ্ত) মোবাঃ০১৭৪২২৯৭৮২৯ ইমেইলঃtapashi.lucky@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
৩০	শিক্ষার্থী আইডি কার্ড প্রস্তুত ও বিতরন	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে	সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি /একাডেমিক শাখা	কাশিঅ ও বাকাশিবো বিধি অনুযায়ী	ক্লাশ শুরুর প্রথম সপ্তাহ	মোসাঃতাপসী রাবেয়া রেজিষ্টার (ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১০৬ মোবাঃ০১৭৪২২৯৭৮২৯ ইমেইলঃtapashi.lucky@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
৩১	রেজিষ্টেশন সম্পাদন ও বিতরন	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে	রেজিষ্টার	কাশিঅ ও বাকাশিবো বিধি অনুযায়ী	বাকাশিবো হইতে প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে	মোসাঃতাপসী রাবেয়া রেজিষ্টার (ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১০৬ মোবাঃ০১৭৪২২৯৭৮২৯ ইমেইলঃtapashi.lucky@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
৩২	সকল ধরনের নম্বর পত্র ও ডিপ্লোমা সনদ বিতরন	নোটিশ বোর্ড / ওয়েবসাইট (www.rpi.gov.bd)	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান	বাকাশিবো নির্দেশনা অনুযায়ী	ফলাফল প্রকাশ অন্তে বাকাশিবো হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে	মোসাঃতাপসী রাবেয়া রেজিষ্টার (ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১০৩ মোবাঃ০১৭৪২২৯৭৮২৯ ইমেইলঃtapashi.lucky@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
৩৩	প্রশাংসা পত্র, প্রত্যয়ন পত্র ও অন্যান্য সনদ বিতরন	লিখিত আবেদন ও ফি জমা প্রদান	ফি জমা দানের রশিদ ,রেজিষ্টার শাখা	মন্ত্রাণালয়,কাশিঅ, বাকাশিবো নির্ধারিত ব্যাংক /হিসাব শাখায়	জমা রশিদ প্রাপ্তির ০৩ দিনের মধ্যে	মোসাঃতাপসী রাবেয়া রেজিষ্টার (ভারপ্রাপ্ত) কক্ষ নং-১১০৩ মোবাঃ০১৭৪২২৯৭৮২৯ ইমেইলঃtapashi.lucky@gmail.com	মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ মোবাঃ01757115000 কক্ষ নং-১১০১ ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
৩৪	ছাত্রদের আবাসিক হলে	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ,সেবা প্রার্থীর	নির্ধারিত ফরমে	বিনামূল্যে	অফিস আদেশ	মোঃ আযম উল্লাহ হোস্টেল সুপার	মোঃ আযম উল্লাহ হোস্টেল সুপার

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
	সিট বরাদ্দকরন সংক্রান্ত (শহীদ মোনায়েম ছাত্রাবাস)	আবেদন অনুযায়ী	আবেদন		দ্বারা নির্ধারিত সময়	কক্ষ নং- মোবাঃ ইমেইলঃ	কক্ষ নং- মোবাঃ ইমেইলঃ
৩৫	ছাত্রদের আবাসিক হলে সিট বরাদ্দকরন সংক্রান্ত (শাহ নেয়ামত উল্লাহ ছাত্রাবাস)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ,সেবা প্রার্থীর আবেদন অনুযায়ী	নির্ধারিত ফরমে আবেদন	বিনামূল্যে	অফিস আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সময়	প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান সহকারী হোস্টেল সুপার কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	ইউসুফ আযহার ইমরান হোস্টেল সুপার কক্ষ নং- মোবাঃ ইমেইলঃ
৩৬	ছাত্রীদের আবাসিক হলে সিট বরাদ্দকরন সংক্রান্ত (আখতারুন নেসা ছাত্রীনিবাস)	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ,সেবা প্রার্থীর আবেদন অনুযায়ী	নির্ধারিত ফরমে আবেদন	বিনামূল্যে	অফিস আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সময়	মোসাঃ ইসমত আরা সহকারী হোস্টেল সুপার কক্ষ নং-৬১০৪ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃ	নাসরীন আকতার হোস্টেল সুপার কক্ষ নং- মোবাঃ ইমেইলঃ
৩৭	TVET সপ্তাহ,অভিভাবক দিবস,ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন,জংগীবাদ ,সন্ত্রাস,ইভটিজিং ও মাদক বিরোধী সচেতনতা মূলক সভা আয়োজন ,স্কিলস কম্পিটিশন, জব ফেয়ার ,ও বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন	অফিস আদেশ নোটিশ বোর্ড / ওয়েবসাইট (www.rpi.gov.bd.com)	মন্ত্রণালয় ,কাশিঅ এবং বাকাশিবো হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা ও রা.প.ই এর অফিস আদেশ	বিনামূল্যে	অফিস আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সময়	প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান ফোকাল পারসন জব প্লেসমেন্ট সেল কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	প্রকৌশলীঃ মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ কক্ষ নং-১১০১ মোবাঃ01757115000 ইমেইলঃrpimollik@gmail.com
৩৮	রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সহায়তা	লিফলেট,বুকলেট, ফ্লাইয়ার/ব্রোসিয়ার	তথ্য সেবা কেন্দ্র	বিনামূল্যে	অফিস চলাকালীন সময়	প্রকৌশলী মোঃ মাসফিকুর রহমান ফোকাল পারসন জব প্লেসমেন্ট সেল কক্ষ নং-১১০৯ মোবাঃ01723787729 ইমেইলঃmasfiqurduet12325@gmail.com	প্রকৌশলীঃ মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক অধ্যক্ষ কক্ষ নং-১১০১ মোবাঃ01757115000 ইমেইলঃrpimollik@gmail.com

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবা মুল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা (কার্যদিবস)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)	উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (নাম,পদবি,রুম নম্বর ফোন ও ই-মেইল)
							m

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিঃ সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করুন। তিনি সমাধান প্রদানে বিফল হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা

অবহিত করুন।

ক্রমিক নম্বর	কখন যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিস্পত্তির সময়সীমা
১	২	৩	৪
১	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	ফোকাল পারসন	০৩ দিন
২	ফোকাল পারসন সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অধ্যক্ষ	০২ দিন

সেবা গ্রহীতার কাছে আমাদের প্রত্যাশাঃ

১.নির্ধারিত ও সঠিক সময়ে সঠিভাবে আবেদন সমুহ পুরন পূর্বক জমা প্রদান।

২.সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পুর্বেই উপস্থিত হওয়া।

৩. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমুহে নির্ধারিত ফি পরিশোধ ও রশিদ গ্রহন ।

৪.দায়িত্বশীল আচরন ও সহনশীলতা।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনাঃ

ক) শিক্ষক/কর্মচারীদের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তবায়নে সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪

ক্রঃনং	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক	সম্পৃক্ততা ও সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম	পদ্ধতি/উপকরণ ইত্যাদি	অঙ্গশগ্রহণকারীদের বিবরন	বাস্তবায়নের সময় ও স্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০১	সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নে সম্পৃক্ততা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা	সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন	আলোচনা/মতবিনিময়	শিক্ষক/কর্মচারী	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩১০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,রাজশাহী।	নামঃ মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক পদবীঃঅধ্যক্ষ কক্ষ নং-১১০১ মোবাইল নং-০১৭৫৭১৫০০০ ফোন নংঃ ০২৫৮৮৮০৩৩৪৪ ই-মেইলঃrajpolytech@gmail.com রাজশাহী পলিটেকনিকইন্সটিটিউট,রাজশাহী।
০২	সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়নে সম্পৃক্ততা বিষয়ক প্রশিক্ষন	সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রশিক্ষন কার্যক্রম গ্রহন	লেকচার/মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন	শিক্ষক/কর্মচারী	০১/০৭/২০২৩ হতে ৩১০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,রাজশাহী।	নামঃ মোহম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক পদবীঃঅধ্যক্ষ কক্ষ নং-১১০১ মোবাইল নং-০১৭৫৭১৫০০০ ফোন নংঃ ০২৫৮৮৮০৩৩৪৪ ই-মেইলঃrajpolytech@gmail.com রাজশাহী পলিটেকনিকইন্সটিটিউট,রাজশাহী।

৩.২ নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার :

নৈতিকতা হল একটি ব্যক্তির সঠিক বা ভুলের ধারণা, এবং শুদ্ধাচার হল আচরণের নীতি। নৈতিকতা এবং শুদ্ধাচার হল একটি সুস্থ সমাজের জন্য অপরিহার্য।

সরকারি কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার

সরকারি কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) হল একটি কর্মকাণ্ড-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা সরকারি কর্মচারীদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবর্তিত হয়েছে। এপিএ-তে শুদ্ধাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এপিএ-তে শুদ্ধাচারকে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

শুদ্ধাচার বলতে এমন আচরণকে বোঝায় যা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং যাতে দুর্নীতি এবং অনিয়মের কোনো স্থান নেই।

এপিএ-তে শুদ্ধাচারকে নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান
- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত মনিটরিং ও মূল্যায়ন

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এপিএ-তে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এপিএ-তে শুদ্ধাচারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এপিএ-তে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- শুদ্ধাচার বিষয়ক নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান
- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- শুদ্ধাচার সংক্রান্ত মনিটরিং ও মূল্যায়ন

উল্লেখ্য, রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ২০২২-২৩ অর্থবছরে এপিএ-তে ৮৯.০ নম্বর অর্জন করেছে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। এই অর্জনে শুদ্ধাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৩.৩ অভিযোগ ও প্রতিকার :

অভিযোগ হল এমন একটি অভিযোগ যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে করা হয়। অভিযোগের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় বা অসদাচরণের অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা হল এমন একটি ব্যবস্থা যা কোনো অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত ও প্রতিকারের জন্য প্রণয়ন করা হয়। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো অভিযোগের দ্রুত ও কার্যকর তদন্ত ও প্রতিকার নিশ্চিত করা হয়।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

- অভিযোগ দায়ের: কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে তিনি নিম্নলিখিত উপায়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন:
    - পত্রের মাধ্যমে: অভিযোগকারী তার অভিযোগ একটি পত্রের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে পাঠাতে পারেন।
    - অনলাইনে: অভিযোগকারী ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।
    - সরাসরি: অভিযোগকারী ইনস্টিটিউটের অভিযোগ প্রতিকার কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।
- অভিযোগ তদন্ত: অভিযোগ দায়ের করা হলে তা যথাযথভাবে তদন্ত করা হয়। তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে।
- অভিযোগের প্রতিকার: তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে অভিযোগকারীকে যথাযথ প্রতিকার দেওয়া হয়। প্রতিকার হিসেবে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ, শাস্তি, বা অন্য কোনো সুবিধা প্রদান করা হতে পারে।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিযোগ প্রতিকার কর্তৃপক্ষ

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিযোগ প্রতিকার কর্তৃপক্ষ হল একটি তিন সদস্যের কমিটি। কমিটির সদস্যরা হলেন:

- অধ্যক্ষ (সভাপতি)

- ওসি একাডেমিক (সদস্য)
- কর্মচারী (সদস্য)

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার গুরুত্ব

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার গুরুত্ব নিম্নরূপ:

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।
- অন্যায় ও অসদাচরণ প্রতিরোধ: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্যায় ও অসদাচরণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- নাগরিকদের অধিকার রক্ষা: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার উন্নয়নের সুপারিশ

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করা যেতে পারে:

- অভিযোগ দায়ের ও তদন্তের প্রক্রিয়া আরও সহজ ও স্বচ্ছ করা।
- অভিযোগ তদন্তের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করা।
- অভিযোগের প্রতিকারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা।
- অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৩.৪ তথ্য অধিকার :

তথ্য অধিকার হল একটি মৌলিক মানবাধিকার যা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। এই অধিকারের মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করার অধিকার রাখে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীনে প্রত্যেক ব্যক্তির তথ্য অধিকার রয়েছে। এই আইনের অধীনে, সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির কাছে থাকা তথ্য জনগণের জন্য প্রকাশ্য।

তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধিকারের মাধ্যমে জনগণ সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এছাড়াও, এই অধিকারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জনপ্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা সম্ভব।

৩.৫ ই-গভান্যান্স ও উদ্ভাবন :

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এপিএ বাস্তবায়নে ই-গভারন্যান্স ও উদ্ভাবন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। APAMS সফটওয়ারের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন প্রবেশ করা সহজতর হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হয়েছে।

ই-গভারন্যান্স ও উদ্ভাবনকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তার কার্যক্রম আরও উন্নত করতে পারে। যেমন,

- APAMS সফটওয়ারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ফল, শিক্ষকদের উপস্থিতি, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি তথ্য আরও সহজে ও দ্রুত জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।
- প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, ই-লার্নিং ইত্যাদি সুবিধা যুক্ত করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের জন্য আউট-অফ-ক্লাসরুম শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো যেতে পারে।

৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৪.১ প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা:

৪.২ ইন-হাউস ট্রেনিং:

৫. উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম

৫.১ বাজেট ও এপিপি (APP):

বাজেট হচ্ছে একটি অর্থবছরে সরকারের অনুমিত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব। অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থবছরে কোথায় কত ব্যয় হবে, সেই পরিকল্পনার নামই বাজেট। রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যা কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ৩,১৫,০৫,০০০ টাকা। এই বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী, বই-পত্র, সাময়িকী, কম্পিউটার সামগ্রী, অন্যান্য মনিহারি (মুদ্রণ ও মনিহারি), রাসায়নিক, কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ, পোশাক, ক্রীড়া সামগ্রী, মটর যানবাহন মেরামত, আসবাবপত্র মেরামত, কম্পিউটার মেরামত, অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত, আবাসিক ও অন্যান্য ভবন এবং স্থাপনা মেরামত, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেরামত, ফিটিং ও ফিক্সার মেরামত, প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি, শিক্ষা ও শিক্ষণ সরঞ্জামাদি, অফিস সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে খাতভিত্তিক মোট ব্যয় হয়েছে ৩,১০,৬২,৭১৮ টাকা। অবশিষ্ট রয়েছে মোট ৪,৪২,২৮২ টাকা।

এপিপি বা বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান হলো একটি কৌশলগত নথি যা একটি সংস্থা আসন্ন বছরে কী কিনবে এবং কেন তার রূপরেখা দেয়। একটি বার্ষিক সংগ্রহের পরিকল্পনা করে যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে সর্বোত্তম মূল্যে সঠিক পণ্য এবং পরিষেবা ক্রয় করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলির প্রেক্ষিতে অনুমোদিত হয়।

১. কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ এবং প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেম অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে।

২. চলমান অর্থবছরে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না।।

৩. অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)) সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুইপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবে না।

৪. প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে।

৫. আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

৬. মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

এছাড়াও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি ল্যাবকে সংস্কার করা হয় যার নাম ডিজিটাল অটোমেশন ল্যাব। এই ল্যাবটি প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় ইলেকট্রনিক্স বিভাগের পাশে অবস্থিত।

৫.৩ ASSET প্রকল্প:

ASSET-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation যাকে বাংলায় 'অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য দক্ষতা ত্বরান্বিত ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প' বলা হয়। সরকার গুণগত মান এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নত করার উপর জোর দিচ্ছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের জন্য পর্যাপ্ত আপগ্রেডেশন অপরিহার্য কারণ কম দক্ষতা ও কম শ্রম নিম্ন উৎপাদনশীলতার দিকে পরিচালিত করে। শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রবণতা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিস্কিলিংয়ের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। শ্রমশক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দক্ষতা ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় কারিগরি শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বড় বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প শুরু করেছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছাতে চায়। এই উদ্যোগ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই পর্যায়ে দারিদ্রদ্র্য নিরসনের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করবে। এই লক্ষ্যে, এই প্রকল্পটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার জন্য শিল্পের চাহিদা মেটাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ASSET প্রকল্পটি ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে ৪২৯,৯৯৯,৫৫ লক্ষ টাকা বাজেটের মধ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এই ASSET প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন একাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের তালিকায় রয়েছে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য:

A. Equipping youth with skills that fit the future of work and harness technology

which matching with employer's demand;

B. Shifting/improving the skills eco-system to make it responsive, agile, and demand-driven, and

C. Lifting/enhancing the ratio of labor market outcomes for women and disadvantaged groups.

৫.৪ সংস্কারমূলক কাজ:

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় সংস্কারমূলক কাজ করা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মেইন গেইট, পুকুর এবং পানির ট্যাংক ইত্যাদির সংস্কার এবং ইনস্টিটিউটের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য লাগানো ফুলের গাছসমূহ। আবাসিক এলাকার বাউন্ডারির মধ্যে অবস্থিত পুরাতন পানির ট্যাংকটি সংস্কার ও রং করা হয়। পুকুরের পানির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কচুরিপানা ও অন্যান্য ময়লা পরিষ্কার করা হয়। মাঠের ঘাস কেটে পরিষ্কার করা হয় এবং একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন থেকে কম্পিউটার ভবনে যাওয়ার রাস্তার দুই পাশে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য গাছ লাগানো হয়। ইনস্টিটিউটের মেইন গেইট এবং প্রশাসনিক এলাকায় প্রবেশের গেট দুইটি পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে আধুনিক স্থাপত্য কৌশল ও ডিজাইন অনুসরণ করে। এছাড়া ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন স্থাপনায় প্রয়োজন অনুসারে রং করা হয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ করা হয়।

৬. উদযাপিত দিবসসমূহ

৬.১ জাতীয় শোক দিবস:

১৫ই আগস্ট, ২০২২ খ্রি. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম। শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে হামদ-নাত, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগের পরিচালক ও রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ রিহান উদ্দিন এর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টারের পরিচালক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সীতাব আলী।

প্রধান আলোচক তার বক্তব্যে উপমহাদেশের ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ এর নির্মম হত্যাকান্ড তুলে ধরেন। বর্তমান প্রজন্মকে ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশকে এগিয়ে নেয়ার আহবান জানান। সভাপতির বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুকে জানা হচ্ছে বাংলাদেশকে জানা। পরে মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

৬.২ মহান বিজয় দিবস:

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রি. বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বিজয় দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মূলপর্ব ছিল জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন শীর্ষক আলোচনা সভা যা যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সুযোগ্য অধ্যক্ষ মোহাম্মদ রিহান উদ্দিন-এর সভাপতিত্বে ইনস্টিটিউটের কনফারেন্স রুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন ১৬ থেকে ৩১ ডিজনাদের মধ্যে পুরস্কার হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা বই প্রদান করা হয়। জানা যায় এই প্রশিক্ষণে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতিতে ইনগিরিনা সভা আযোজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বার মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে ৪নং সেক্টরে উনার সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সবার মাজে শেয়ার করেন। তিনি বলেন, "আমাদের স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর আমরা সুখী ও সমৃদ্ধিশালী একটি বাংলাদেশ গড়ব। আমরা বিজয় অর্জন করেছি অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে।"

এই বিজয়কে সমুন্নত রাখতে বিজয় দিবসের চেতনা নিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কারিগরি শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে আহ্বান জানান।

৬.৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস:

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ২১/০২/২০২৩ খ্রি.-এ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'বহুভাষিক শিক্ষা-একটি বহুভাষিক বিশ্বে শিক্ষাকে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তা'।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনে প্রথম প্রহর রাত ১২:০১ মিনিটে অধ্যক্ষ। মহোদয়ের নেতৃত্বে সর্বস্তরের শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে ইনস্টিটিউটের শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিধি মোতাবেক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং কালো ব্যাজ ধারণ করে রাজশাহী জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পরবর্তী কর্মসূচি আলোচনা সভা শুরু হয় সকাল ১০:০০ টায়। বাদ যোহর ইনস্টিটিউটের জামে মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে কর্মসূচি সমাপ্ত করা হয়।

৬.৪ মহান স্বাধীনতা দিবস:

২৬শে মার্চ, ২০২৩ খ্রি. যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

জালাচনা ঘর পুরস্কার বিশ্বরণ ও ইফতার মার্মফল

স্বাধীনতা দিবসের প্রথম আয়োজন শুরু হয় সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে পতাকা মঞ্চে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার মধ্য দিয়ে। তারপর অধ্যক্ষ মহোদয় ও সর্বস্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী ও রোভার স্কাউট দলের উপস্থিতিতে শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি উপলক্ষে প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন আলোকসজ্জিত করা হয়।

৭. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ - ২০২৩

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী একসাথে বাংলাদেশের সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ আয়োজন করা হয়। রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১৪-১৮ জুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ পালিত হয়।

৭.১ শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন ও অভিভাবক সভা:

১৪-০৬-২০২৩ খ্রি. অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ একযুগে শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি; তারপর স্থানীয়ভাবে উক্ত অনুষ্ঠান শুভ উদ্বোধন করেন রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ রিহান উদ্দিন। সকাল ০৮:৩০ মিনিটে দেশব্যাপী একযোগে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১১:০০ ঘটিকায় অভিভাবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ওম প্রকাশ নন্দী (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী) রাজশাহী গণপূর্ত জোন, রাজশাহী। বিভাগীয় প্রধানগণ অভিভাবক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দদের নিয়ে ইনস্টিটিউটের ল্যাব ও ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

৭.২ নলেজ শেয়ারিং:

১৫-০৬-২০২৩ খ্রি. তারিখে কারিগরি মেলা আয়োজিত হয় যেখানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে বিভিন্ন টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা হয় এবং একে অন্যের সাথে নলেজ শেয়ার করেন। পরবর্তীতে "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক সভা আয়োজিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-

১। জনাব ড. জহির বিন আলম, অধ্যপক, সিভিল এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, শাবিপ্রবি, রাজশাহী।

২। জনাব তাহমিন আহমদ, সভাপতি, দি রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিস। ৩। জনাব মো: নজরুল হাকিম, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।

৪। জনাব মোঃ হাসান ইমাম খান, অধ্যক্ষ, স্টার বাংলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা।

৭.৩ জব ফেয়ার:

১৬-০৬-২০২৩ খ্রি. সকাল ১০:০০ ঘটিকায় জব ফেয়ার উদ্বোধন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দেবজিৎ সিংহ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (যুগ্ম সচিব), বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী।

দেশের প্রায় ১৪ টি স্বনামধন্য কোম্পানি অংশগ্রহণ করে এবং ০৫ টি শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। কোম্পানিগুলো প্রায় ১০০ এর অধিক সংখ্যক জনবল নিয়োগের জন্য তাদের নির্দিষ্ট স্টলে দিনব্যাপি জব প্রত্যাশীদের নিকট থেকে সিভি/বায়োডাটা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রার্থী বাছাই করে। এতে বিভিন্ন কোম্পানির অনেকগুলো পদে প্রায় ৩২৫টি সিভি ড্রপ/আবেদন করা হয়েছিল।

১২৭৪ ভিষ ৩২৩ ডি, ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন টেকনোলজির শিক্ষার্থী কর্তৃক উদ্ভাবনীমূলক ২৩টি প্রজেক্ট নিয়ে স্কিল কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩ সদস্য বিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি সকাল ১০:০০ ঘটিকার ইনোভেশনগুলো মূল্যায়ন করেন। কমিটিতে ছিলেন-

উক্ত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাচাই করে নিম্নবর্ণিত ইনোভেশনগুলোকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করা

৮. বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে ১টি এবং উত্তর পার্শ্বে ১টি করে মোট ২টি প্রশস্ত সবুজ শ্যামল ছায়ায় ঘেরা বিশাল খেলার মাঠ বয়েছে। মাঠ দুটিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য ইনস্টিটিউটে একজন ফিজিক্যাল

এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টরসহ খেলাধুলায় পারদর্শী শিক্ষকগণের আলাদা একটি টিম রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক ১১/১২/২০২২ খ্রি. হতে ১৫/১২/২০১২ খ্রি. পর্যন্ত বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে নিম্নলিখিত ইভেন্টসমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ ওমর ফারুক। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সুযোগ্য অধ্যক্ষ জবাব মোহাম্মদ রিহান উদ্দিন। এতে বিভিন্ন ইভেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট